Manash Mondal

SEM:-(II)

SUBJECT- Sanskrit(Hons)

SANH-H-CC-03

ঐতিহাসিক কাব্যের এই স্বল্পতার কথা বলতে গিয়ে S. N. Dasgupta মন্তব্য করেছেন—".....India failed to produce, inspite of its abundance of intellect, History in modern sense.[১]" তবে একথা সম্পূর্ণ সত্য নয় যে, সংস্কৃত সাহিত্যে জাতির ইতিহাসকে ধরে রাখার কোন চেষ্টা হয় নি। ব্রাহ্মণ-সাহিত্যে, রামায়ণ-মহাভারতে, রাজাদের অনুশাসনে ও তাম্রলিপিতে, উৎকীর্ণ লিপিতে ইতস্ততঃ প্রক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক উপাদান যথেষ্ট থাকলেও নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কোন কবি ঐতিহাসিকের ভূমিকা পালন করেন নি।

গল্পসাহিত্য (Fable Literature)

সংস্কৃতসাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখারূপে গল্পসাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্থান আছে। মানুষের গল্প শোনার সহজাত প্রবৃত্তি থেকেই ভারতবর্ষে গল্পকথার উদ্ভব হয়েছে। একই কাহিনী বেদে, পুরাণে মহাভারতে, কাব্যে বা নাটকে বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু উপস্থাপনার ভিন্নতাবশতঃ একই কাহিনী ভিন্ন স্বাদে ও বৈচিত্র্যে উপাদেয় হয়ে উঠেছে। গল্প বলার ও গল্প শোনার স্বাভাবিক আকর্ষণ থেকেই গল্পকথার সৃষ্টি হয়েছে। ঋগ্বেদের ভেকসূক্তে (৭/১০৩), ব্রাহ্মণের শুনঃশেপের কাহিনীতে, ছান্দোগ্য উপনিষদের (১/১২) সারমেয়ের উপাখ্যানে মানবেতর প্রাণী অবলম্বনে রচিত গল্পের সমাবেশ থাকলেও পরবর্তী কালের গল্পসাহিত্যের সঙ্গে তাদের পার্থক্য আছে। গল্পসাহিত্যের একটি উদ্দেশ্য হল—গল্পের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা দান। বৈদিকসাহিত্যের গল্পগুলিতে সেই বৈশিষ্ট্য না থাকলেও এই গল্পগুলিই যে প্রাচীন ভারতীয় গল্পকথার পথিকৃৎ এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছ ঘটনা, পরিচিত পরিবেশের পশু-পাখী প্রভৃতি শিশুমনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। শিশুরা পশুপাখী, দৈত্যদানব বা রূপকথার কাহিনী শুনে মুগ্ধ হয়। গল্প বলার ভঙ্গিই গল্প শোনার আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলে। কিশোরমতি বালক-বালিকাদের কল্পনারাজ্যে গল্পের আকর্ষণ যেন এক স্বপ্নের মায়াজাল সৃষ্টি করে। অবসর যাপন ও চিত্তবিনোদনের জন্য বয়স্কদের মধ্যেও গল্পের আকর্ষণ কম নয়। কালিদাস উদয়ন-কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধদের কথা উল্লেখ করেছেন। গল্পের মাধ্যমে সরাসরি বা রূপকের ছলে পরিবেশিত হয় নীতিমূলক উপদেশ। গল্পসাহিত্যের উদ্ভবের মূলে আছে তিনটি কারণ—(১) অবসর যাপন, (২) চিত্তবিনোদন এবং (৩) নীতিশিক্ষা দান। এককালে কোমলমতি রাজকুমারদের অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতিতে ব্যুৎপন্ন করার জন্যই রাজসভার ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা পশুপাখী, মানুষ, গন্ধর্ব, দৈত্য প্রভৃতিকে অবলম্বন করে গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হন। শিশুশিক্ষার বাহনরূপে তাই গল্পসাহিত্যের এক বিশিষ্ট স্থান আছে।

---

১. Dasgupta & De : HSL, P–347

গল্পসাহিত্যের অন্তর্গত গল্পসমূহ দুটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভক্ত—মানুষের গল্প এবং পশুপক্ষী অবলম্বনে রচিত গল্প। ইংরাজীতে এদের নাম যথাক্রমে Fable এবং Fairy tales. উভয়শ্রেণীর গল্পের মধ্যে আছে নীতিশিক্ষার প্রতিফলন, আছে জনপ্রিয় তন্ত্রকথা। এই উভয় জাতীয় গল্পের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ম্যাকডোনাল মন্তব্য করেছেন—"In these fables and fairy tales, the abundant introduction of ethical reflection and popular philosophy is characteristic, the apologue with its moral is peculiarly subject to this method of treatment,"[১] শিশুদের মনোগ্রাহী করার জন্য সরল ও অনাড়ম্বরভাবে কাহিনী পরিবেশন এবং কাহিনীর শেষে নীতিমূলক শ্লোক সন্নিবেশ গল্পসাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রাচীন লোকসমাজে জনপ্রিয় লোককথার প্রচলন ছিল। যেমন বৌদ্ধ জাতক গল্পের ন্যায় অবদান গ্রন্থসমূহে বোধিসত্ত্বের পূর্বজীবনের নানা কীর্তি-কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এই জাতীয় রচনার মধ্যে প্রাচীনতম গ্রন্থ হল 'অবদানশতক'। এছাড়া 'দিব্যাবদান', 'মহাবস্তু', ললিতবিস্তর প্রভৃতি গ্রন্থেও অনেক গল্পের নিদর্শন আছে। জৈনদের মধ্যেও 'কথানক'-রূপে অনেক গল্পের সৃষ্টি হয়েছে। সংস্কৃতের সমলংকৃত গদ্যসাহিত্যে কথা ও আখ্যায়িকা বিশেষ প্রসিদ্ধ। গদ্যসাহিত্যের এই প্রাচীন ভিত্তি-ভূমিতেই গ্রথিত হয়েছে সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সুদৃশ্য সৌধ।

সংস্কৃত গল্পসাহিত্যের সর্বাপেক্ষা প্রাচীন মহত্ত্বমণ্ডিত গল্পগ্রন্থ 'পঞ্চতন্ত্র'। 'ছাত্রসংসদি লব্ধকীর্তিঃ' বিষ্ণুশর্মা নামক এক পণ্ডিত মহিলারোপ্য নগরের রাজা অমরশক্তির বিবেকহীন তিন পুত্রকে বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য এই গ্রন্থ রচনা করেন। মূল গল্পের মধ্যে প্রাসঙ্গিকভাবে অনেকগুলি ছোট ছোট গল্পের সন্নিবেশ এই গ্রন্থের মূল বৈশিষ্ট্য। গল্পগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বৈচিত্র্যে মণ্ডিত। প্রতিটি গল্পের শেষে নীতি অভিব্যক্ত হয়েছে হৃদয়গ্রাহী শ্লোকে। বিষ্ণুশর্মার ঐতিহাসিক পরিচয় অজ্ঞাত। কিন্তু তিনি যে একজন কুশলী কথাশিল্পী ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

মূল গ্রন্থটি পাঁচটি তন্ত্রে বিভক্ত—মিত্রভেদ, মিত্রপ্রাপ্তি, কাকোলূকীয়, লব্ধপ্রণাশ, এবং অপরীক্ষিতকারক। গ্রন্থারম্ভে লেখক নিজেই বলেছেন—

"সকলার্থশাস্ত্রসারং জগতি সমালোক্য বিষ্ণুশর্মেদম্।
তন্ত্রৈঃ পঞ্চভিরেতচ্চকার সুমনোহরং শাস্ত্রম্।।"

মিত্রলাভ নামক প্রথম তন্ত্রে আছে বাইশটি মনোজ্ঞ গল্প। দমনক ও করটক নামক দুই শৃগাল, পিঙ্গলক নামক সিংহ এবং সঞ্জীবক নামক বৃষভ এই তন্ত্রটির প্রধান চরিত্র। গল্পের ছলে এখানে পরিবেশিত হয়েছে সাম, ভেদ প্রভৃতি রাজনৈতিক তত্ত্ব। এখানে সন্নিবিষ্ট কিল উৎপাটনকারী বানরের দুর্দশা, কাকের বুদ্ধিতে কেউটের প্রাণনাশ, শশকের বুদ্ধিতে সিংহের বিনাশ, জীর্ণধন বণিকের কথা প্রভৃতি গল্প সত্যই হৃদয়গ্রাহী। মিত্রপ্রাপ্তি

১. Macdonell : Sanskrit Literature, P–368

নামক দ্বিতীয় তন্ত্রটি ছয়টি গল্পের সমাবেশে সমৃদ্ধ। তৃতীয় তন্ত্র কাকোলূকীয় সন্ধি ও বিগ্রহ অবলম্বনে রচিত। তাই এই তন্ত্রটি সন্ধি-বিগ্রহ নামেও প্রসিদ্ধ। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, সংশ্রয় ও দ্বৈধীভাব—এই ষড়্‌গুণের মধ্যে অবস্থানুসারে যে কোন একটিকে আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ—প্রাচীন ভারতীয় রাষ্ট্রনীতির এই মূল তত্ত্বটি এখানে চারটি ছোট গল্পের মাধ্যমে বিবৃত হয়েছে। লব্ধপ্রণাশ এবং অপরীক্ষিতকারক নামক তন্ত্র দুটিতে যথাক্রমে ষোলটি ও পনেরটি গল্পের সমাবেশ আছে। নীতিবিদ্যা, রাজনীতি ও বাস্তব জীবনের নিরিখে সদুপদেশ দানের পরিকল্পনা নিয়ে পঞ্চতন্ত্র রচিত। লেখকের বর্ণনার গুণে মানবেতর পশুপাখির আচার-আচরণের মধ্যে মানবচরিত্রের বিভিন্ন দিক উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

বাইবেলের পর পৃথিবীতে পঞ্চতন্ত্রই বোধ হয় বহুল প্রচারিত গ্রন্থ। প্রায় পঞ্চাশটি ভাষায় এবং আড়াই শ'তেরও অধিক সংস্করণে পঞ্চতন্ত্র প্রকাশিত হয়েছে। পঞ্চতন্ত্রের আদি মূল রূপটি আজও অজ্ঞাত। ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দে শ্বেতাম্বর জৈন পূর্ণভদ্র পঞ্চতন্ত্রের একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করেন। গ্রন্থটির নাম পঞ্চাখ্যানক। এর পূর্বেও তন্ত্রাখ্যায়িকা নামে পঞ্চতন্ত্রের এক প্রাচীন কাশ্মীরীয় সংস্করণ প্রচলিত ছিল। এর পহ্‌লবী সংস্করণটি এখন লুপ্ত। উত্তর-পশ্চিম ভারতেও পঞ্চতন্ত্রের একটি সংস্করণ প্রচলিত ছিল। দ্বাদশ শতকে এই গ্রন্থের একটি দক্ষিণভারতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরী ও সোমদেবের কথাসরিৎসাগরে প্রক্ষিপ্তরূপে উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রচলিত সংস্করণটি স্থান লাভ করে।

পঞ্চতন্ত্রের কথারম্ভে মহিলারোপ্য নগরের উল্লেখ আছে। মহিলারোপ্য দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত। তাই অনেকে অনুমান করেন যে পঞ্চতন্ত্রের রচয়িতা বিষ্ণুশর্মা দাক্ষিণাত্যের অধিবাসী ছিলেন। হার্টেলের মতে বিষ্ণুশর্মা ছিলেন কাশ্মীরীয়। পঞ্চতন্ত্রের প্রথম পহ্‌লবী ভাষায় অনুবাদ হয় খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের চতুর্থ দশকে। পঞ্চতন্ত্রে অর্থশাস্ত্রের প্রভাব স্পষ্ট। এই গ্রন্থে 'দীনার' মুদ্রার উল্লেখ আছে। সুতরাং অনুমিত হয় যে দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে গ্রন্থটি রচিত।

'হিতোপদেশ' আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ। গ্রন্থটি পঞ্চতন্ত্রের রচনারীতির আদর্শে মূল গল্পের মধ্যে প্রাসঙ্গিক ছোট ছোট গল্পের সমাবেশে রচিত। হিতোপদেশের ৪৩টি গল্পের মধ্যে ২৫টি গল্প পঞ্চতন্ত্র থেকে গৃহীত। অপর গল্পগুলি তৎকালে প্রচলিত কোন বিখ্যাত গল্পগ্রন্থ থেকে আহৃত। গ্রন্থের 'প্রস্তাবিকা' নামক প্রারম্ভিক অংশে লেখক এই ঋণ স্বীকার করেছেন—"পঞ্চতন্ত্রাত্তথান্যস্মাদ্ গ্রন্থাদাকৃষ্য লিখ্যতে।"

হিতোপদেশের রচয়িতা নারায়ণ শর্মা রাজা ধবলচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন। গ্রন্থশেষে গ্রন্থকার তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজা ধবলচন্দ্রের গুণগ্রাহিতার কথা উল্লেখ করেছেন—

"শ্রীমান্ ধবলচন্দ্রোঽসৌ জীয়ান্মাণ্ডলিকো রিপূন্।
যেনায়ং সংগ্রহো যত্নাল্লেখয়িত্বা প্রচারিতঃ।।"

পাটলিপুত্রের রাজা সুদর্শনের পুত্রদের শিক্ষাদানের পরিকল্পনা নিয়েই গ্রন্থটি রচিত হয়। ধবলচন্দ্র ১৩৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী। সুতরাং তার পূর্বেই এর রচনাকাল। অধ্যাপক Winternitz হিতোপদেশে 'ভট্টারকবার' শব্দটির উল্লেখ দেখে মন্তব্য করেছেন যে, ৫০০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী ভারতীয় শিলালেখে এই শব্দটির প্রয়োগ নেই। খ্রীষ্টীয় নবম শতকের পর শব্দটির ব্যাপক প্রচলন ঘটে। সুতরাং নবম শতকের পর থেকে চতুর্দশ শতকের শেষার্ধের মধ্যবর্তী কোন সময়ই নারায়ণ শর্মার আবির্ভাব কাল।

হিতোপদেশ চারটি অধ্যায়ে বিভক্ত—মিত্রলাভ, সুহৃদ্ভেদ, বিগ্রহ এবং সন্ধি। এই গ্রন্থের গঠনে ও আঙ্গিকে পঞ্চতন্ত্রের প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও গ্রন্থকারের ঘটনাবিন্যাস-কৌশল তাঁর স্বকীয়। পঞ্চতন্ত্র থেকে গৃহীত কথাগুলিতেও পঞ্চতন্ত্রের ক্রম অনুসৃত হয় নি। গল্পগুলির তথ্যপরম্পরাতে বৈচিত্র্য আছে। কামন্দকীয় নীতিশাস্ত্র থেকে এখানে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে। মুনিমূষিক-কথা, বীরবরের উপাখ্যান, ব্রাহ্মণের হঠকারিতায় উপকারক নকুলের মৃত্যু, সুন্দ-উপসুন্দের কাহিনী, নীলবর্ণ শৃগালের গল্প প্রভৃতি লেখকের রচনার গুণে কতই না মনোজ্ঞ হয়ে উঠেছে। ভাষার সহজ, সরল আবেদন অনায়াসে হৃদয়কে স্পর্শ করে। গল্পের বিভিন্ন চরিত্রের নামকরণের মধ্যেও লেখকের মুন্সীয়ানার ছাপ স্পষ্ট। যেমন—দুর্দান্ত বা মহাবিক্রম নামে সিংহ, মহাতপা নামক মুনি, সুদর্শন নামক রাজা, দীর্ঘমুখ নামক বক, ফুল্লোৎপল নামক সরোবর—প্রভৃতি নাম সার্থক ও যথার্থ। অধিকাংশ নাম পঞ্চতন্ত্র থেকে গৃহীত হলেও কথাশিল্পী নারায়ণ শর্মা যে যথার্থ শিল্পী মনের অধিকারী ছিলেন তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। লেখকের উপস্থাপনের গুণেই হিতোপদেশের গল্পগুলি শিশুদের কল্পনারাজ্যে এক মায়াময় আবেশ সৃষ্টি করে। তাই কথার ছলেই বালকদের নীতিশিক্ষা দানের জন্যই গ্রন্থকারের এই প্রয়াস—"কথাচ্ছলেন বালানাং নীতিস্তদিহ কথ্যতে।" পণ্ডিত নারায়ণ শর্মার এই প্রয়াস সার্থকতায় পর্যবসিত হয়েছে।

গুণাঢ্য রচিত **'বৃহৎকথা'** বিশেষ উল্লেখযোগ্য গল্পগ্রন্থ হলেও তা আজ নামমাত্রে পর্যবসিত। এক লক্ষ শ্লোকে এবং পৈশাচী প্রাকৃতে মূল বৃহৎকথা রচিত হয়েছিল। মূল গ্রন্থটি আজও অনাবিষ্কৃত। সুবন্ধু 'বৃহৎকথালম্বৈরিব সালভঞ্জিকানিবহৈঃ''—এই উক্তিতে বৃহৎকথার উল্লেখ করেছেন। বাণের হর্ষচরিতে "হরলীলেব নো কস্য বিস্ময়ায় বৃহৎকথা''—এই উক্তিতে এবং দণ্ডীর কাব্যাদর্শে (১/৩৮) বৃহৎকথার নাম উল্লিখিত হয়েছে। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের পূর্বে বৃহৎকথার অস্তিত্ব ছিল। ক্ষেমেন্দ্রের বৃহৎকথামঞ্জরীর বৃত্তান্ত অনুসারে গুণাঢ্যের জন্ম প্রতিষ্ঠানপুরে। তিনি অন্ধ্রবংশীয় রাজা সাতবাহনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। সাতবাহনের সঠিক কাল সম্পর্কে কিছু জানা যায় না বলে গুণাঢ্যের কালও নানা সংশয়ে আচ্ছন্ন।

সোমদেবের কথাসরিৎসাগরের বৃত্তান্ত অনুসারে বৃহৎকথার গল্পটি এরূপ ঃ—পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব একদিন যখন তাঁকে সাতজন বিদ্যাধর চক্রবর্তীর কাহিনী